SCINTIA

Online Peer-reviewed Multidisciplinary Journal

December 2023

Volume- 1, Issue- 1

Netaji Satabarshiki Mahavidyalaya, Ashoknagar,
North 24 Parganas, West Bengal- 743223

Contents lists available at https://scintia.in/

SCINTIA

Online Peer-reviewed Multidisciplinary Journal

[Published by Netaji Satabarshiki Mahavidyalaya]

গণ আন্দোলনে নারী: তেভাগা ও চিপকো আন্দোলন

স্বস্তিকা বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, অশোকনগর, উত্তর 24 পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩২২৩

সংক্ষিপ্তসার

মানব সমাজে গণ প্রতিরোধ ও গণ আন্দোলনে উচ্চবর্গের নারীদের তুলনায় নিম্ন বর্গের নারীরাই বৃহত্তর ভুমিকা গ্রহণ করেছে। তাদের এই ভুমিকা আন্দোলন গুলিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছিল। সেরকমই দুটি আন্দোলন হল- তেভাগা আন্দোলন ও চিপকো আন্দোলন। এই দুই আন্দোলনেই নারীরাই মুখ্য ভুমিকা নিয়েছিল। পুরুষদের আগে নারীরাই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। ফলে ভয়ংকর অত্যাচারের শিকারও হতে হয়েছে তাদের। কিন্তু তাতে তারা থেমে থাকেননি। তাদের এই সংগ্রামই এনে দিয়েছে তাদের সফলতা। এই দুই আন্দোলনে নারী দের এই অংশ গ্রহণই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সূচক শব্দ: নারী, আন্দোলন, তেভাগা, চিপকো।

সংশ্লিষ্ট লেখকের ফোন: **+91 8167754405**; ই-মেইল ঠিকানা: swastikab88@gmail.com

মানব সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণিভেদ বিশ্বজনীন। কিন্তু ভারতীয় সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল -শ্রেণীভেদ ছাড়াও অন্য অনেক মাত্রাতে সমাজ বিভক্ত ও চিহ্নিত । পুরুষ ও নারীর ভেদাভেদ তারই এক রূপ। নারীকে চিরকালই সমাজে অবলা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু অরণ্যবাসী- পর্বত বাসী সমাজে উপজাতিদের মধ্যে প্রথমে মাতৃতন্ত্র প্রচলিত ছিল। সেখানে নারীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, কর্মকাণ্ড ও স্বাধীনতা ছিল আর্য সমাজের নারীদের থেকে ব্যাপকতর। স্বভাবতই গণ প্রতিরোধ ও গণ আন্দোলনে উচ্চবর্গের নারীদের তুলনায় এই নারীরাই বৃহত্তর ভুমিকা গ্রহণ করেছে। তাদের এই ভুমিকা আন্দোলন গুলিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছিল। ভারতবর্ষের দুটি বিখ্যাত আন্দোলন- তেভাগা ও চিপকো আন্দোলনে নারীদের ভুমিকা এই প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হবে।

প্রথমেই আমরা তেভাগা আন্দোলনে নারীরা কিভাবে অংশ নিয়েছিলেন সেটা আলোচনা করবো। ১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে এই তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল দিনাজপুর, যশোহর,ময়মনসিং, জলপাইগুড়ি , মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলায়। আসলে, বাংলার ভূমি হীন ভাগচাষীরা উৎপাদনের সমস্ত ব্যয় বহন করেও ফসলের অর্ধেক গ্রামে অনাবাসী জমিদার ও জোতদার দের খিলাণ বা খামারে তুলে দিতে বাধ্য হতেন। আর চাষির নিজের অর্ধাংশ থেকেও জোতদার কে বিভিন্ন কারণে ফসলের আরও কিছু অংশ দিতে হত। সাথে ছিল বর্গাচাষির বেগার শ্রমদানের নিয়ম। বলা বাহুল্য, এই পরিস্থিতিতে চাষি পরিবারের কর্মী মহিলারা ছিলেন নিদারুণ ভাবে শোষিত ও নিষ্পেষিত। শুধু দারিদ্র্যের চাপ নয়, জমিদার, জোতদারদের খামখেয়ালিপনায় পরিচালিত হত এদের বিবাহিত জীবন, খোয়াতে হত নারীত্বের মানসম্মান। জোতদারদের শাসন-শোষণ, নির্বিচার নির্যাতন ও ধর্ষণের ফলে এই কৃষক রমণীদের মনে নীরবে যে ক্ষোভ জমেছিল, তারই কিছুটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠেছিল এই আন্দোলনে।[১]

পাকা ফসলের তিনভাগের দুইভাগ চাষির আর একভাগ জোতদারের –এই প্রধান দাবীতে ১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলার ১৯ টি জেলায় জোতদার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে চাষি পরিবারের মহিলারা আন্দোলনে ফেটে পড়ে। তখনকার ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির পরিচালনায় গড়ে ওঠা ‘কিষান সভা’র

ডাকে পুরুষদের সাথে নারীরাও লাঠি আর লাল ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে মিছিল মিটিং এ সামিল হয়েছিলেন। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'(১৯৪৩ সাল) ও 'নারী বাহিনী'র মহিলারা প্রচারপত্র বিলি করেছেন, স্বেচছাসেবী বাহিনী তে যোগ দিয়েছেন, মিটিং-এ বক্তৃতা দিয়ে তারা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অন্যদিকে গ্রামকে পাহারা দিয়েছেন গরু-বাছুর চরানোর অছিলায় আর শঙ্খঘন্টা, কাঁসর বাজিয়ে পুলিসের আগমন বার্তা জানিয়ে তারা সবাইকে সতর্ক করে দিতেন। নিজেদের ফসল মাঠ থেকে জোর করে নিজেদের গোলায় আনার জন্য নারী বাহিনীর মধ্যে গড়ে উঠেছিল 'ঝাঁটা বাহিনী', 'বঁটি বাহিনী','গাইন বাহিনী', 'প্রতিরোধ বাহিনী' এবং 'নারীরক্ষা বাহিনী'। পুরুষরা মাঠে ধান কাটতে শুরু করলে মেয়েরা তাদের সাংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় দা, বঁটি, ঝাঁটা, লাঠি, ছুরি এবং প্রয়োজনে বল্লম নিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ধারী পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন বীর বিক্রমে। [২]

সেসময় ঠাণ্ডা মাথায় প্রচুর মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, যার মধ্যে মহিলারাও ছিলেন। দিনাজপুরের খানপুরের কাছে ১২ জনকে হত্যা করা হয় পরিকল্পনা করে। তাদের মধ্যে রাজবংশী নেত্রী যশোদা মা ছিলেন অন্যতম। যেসব গ্রামের পুরুষরা পলাতক ছিলেন, সেখানকার মহিলাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নগ্ন করে মারধর করা হত। সেসময় বিভিন্ন প্রত্রিকার হেড লাইন ছিল 'violations of women's honour'. শুধু মাত্র দিনাজপুর নয়, যশোহরের নড়াইল মহাকুমাতেও নারীবাহিনী গড়ে উঠেছিল। এরা খাদ্য শস্য বহনকারী সরকারী ট্র্যাকগুলি লুঠ করত,আর সেগুলিকে বিতরণ করা হত দরিদ্র মানুষদের মধ্যে । একজন স্থানীয় নেতা বলেন-' In Narail women spontaneously set up their nari bahinI'. [৩]

এবার আমরা আলোচনা করবো চিপকো আন্দোলনে নারীদের ভুমিকা বিষয়ে। প্রাত্যহিক জীবনযন্ত্রণাপ্রসূত নারীআন্দোলন যে কত শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য হতে পারে তার এক বিশেষ উদাহরণ হল উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল ও কুমায়ুন পাহাড়ি অঞ্চলে নারীদের চিপকো আন্দোলন (১৯৭২-৭৮ খ্রি;) অর্থাৎ গাছকে জড়িয়ে ধরে গাছ বাঁচানোর আন্দোলন। আসলে এই অঞ্চলের নারীরা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলেন যে গাছ ধ্বংস হলে মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় আর নদী হারিয়ে ফেলে তার গতিময়তা। যা তাদের জীবনধারণে ডেকে আনবে বিপর্যয়। তাই গাছ বাঁচানোর আন্দোলনে পাহাড়ি নারীরা ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আসলে এসময় এই অঞ্চল থেকে ব্যাপক হারে গাছ কাটতে শুরু করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। তাদেরই হাত থেকে গাছকে বাঁচাতে চেয়েছিল নারীরা। সব বাধা বিঘ্ন, বিরোধিতা, এমনকি কনট্রাক্টর–দের ঘুষের প্রলোভন এবং ভয় দেখানোকে আগ্রাহ্যকর 'মহিলামণ্ডল' দল এর নারীরা তেহেরি গাড়োয়ালের দেওালঘাঁটির আদবানীতে সশস্ত্রবাহিনীর মোকাবিলা করেছেন। পুলিশের রাইফেলের সামনে জীবন পণ করে গাছকে জড়িয়ে ধরে কুড়ুলের কোপ থেকে গাছ ও বনকে রক্ষা করেছিলেন তারা । বাঘের থাবা থেকে সন্তানকে রক্ষা করার মত করেই কুড়ুলের ঘা থেকে গাছকে রক্ষা করতে নারীরা দলবদ্ধ ভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছোটাছুটিও করেছিলেন। এই আন্দোলনের সময় তাদের নিজেদের পরিচিত পুরুষদের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছিল, কারণ গ্রামের পুরুষরাই গাছ কাটার শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন। শেষ পর্যন্ত তাদের সাহস, দৃঢ়মন্যতা এবং দলবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে সশস্ত্র বাহিনীকে ফ্রিরে যেতে হয়েছে।[৪] এই নারী দের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন Gaura Devi, যিনি ২৭ জন মহিলা আন্দোলনকারীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যিনি ছিলেন লাতা নামক গ্রামের বাসিন্দা। এরা Reni জঙ্গল কে বাঁচাতে প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু ষড়যন্ত্র করে ঐ জঙ্গলের গাছ কাটার সিদ্ধান্ত কে অপরিবর্তিত রাখতে এই সময় একদিন গ্রামের সব পুরুষকে চামলি শহরে পাঠানো হয় একটা ক্ষতিপূরণের অর্থ নিতে। কিন্তু সেই গ্রামের একটি ছোট মেয়ে গউরা দেবী কে খবর দিয়েছিল এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে। পুরুষহীন গ্রামের (লাতা গ্রাম) মহিলারা তখনই এর সুরাহা করতে উদ্যত হন। ৩০ জন মহিলার একটি দল সেই মুহূর্তে কনট্রাক্টর দের দলের লোকদের বন্দী করে। তারপর এরা গাছকে জড়িয়ে ধরে গান গেয়েছিলেন - This forest is our mother's home; with all our strength we will protect it(স্থানীয় ভাষা থেকে রূপান্তরিত). এরা সারারাত জেগে গাছকে পাহারা দিতেন। গউরা দেবী গাছ কাটতে আসা পুরুষ-দের কে বলেছিলেন, গাছ কাটতে হলে আগে তাঁকে গুলি করতে হবে, তারপর তারা গাছে হাত দিতে পারবে। জঙ্গল কে তিনি তাঁর মাতৃভূমি (Maika) র সাথে তুলনা করেন। এদের আন্দোলনের কথা এক সময় রাজ্য সরকারের কাছেও পৌঁছে যায়। মুখ্যমন্ত্রী Hemwati Nandan Bahuguna একটা কমিটি গঠন করেন এই বিষয়টি দেখবার জন্য। যার রিপোর্ট গ্রামবাসীদের পক্ষেই গিয়েছিল। ১৯৮০ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির হস্তক্ষেপের ফলে ১৫ বছরের জন্য গাছ কাটা বন্ধ থেকেছে। তবে গাছ বাঁচানোর আন্দোলন আজও চলেছে।'মহিলা মণ্ডল' এর নারীরা এখনও যে শুধু ব্যবসার উদ্দেশ্যে গাছ কাটা ঠেকাচ্ছেন তা নয়, পাহাড়ের ধাপে ধাপে অনেক পাইন ও ওক গাছের চারা লাগিয়ে

পশুখাদ্য ও জ্বালানীর সুরাহা করছেন, আবার অন্যদিকে পরিবেশকে দুষণ মুক্ত ও রাখছেন।[৫]

Dongi Paintoli গ্রামেও এই ধরণের ঘটনা ঘটেছিল। সি. পি. ভট এর মতে এই গ্রামের মহিলা-রা জঙ্গল বাঁচানোর আন্দোলন-কে একটা নতুন মাত্রা দিয়েছিল। এই অঞ্চলের ওক গাছ গুলিকে কাটার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল ১৯৮০ সালের একের দশকে । গ্রামের পুরুষ-রা এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানায় কারণ তাদের কে বলা হয়েছিল এই গাছ গুলির বিনিময়ে তাদের গ্রামের অনেক উন্নতি আনা হবে (স্কুল, হাসপাতাল, ভালো রাস্তা, বিদ্যুৎ সংযোগ)। কিন্তু গ্রামের মহিলারা এই বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেন নি। তারা তাই C.P.Bhatt র কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। এটা জানতে পেরে গ্রামসভার সদস্যরা খুব ক্ষুব্ধ হন। তারা একদিকে C.P.Bhatt কে হুমকি চিঠি পাঠায় যে তিনি যদি গ্রামের মহিলাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের সাহায্য করতে আসেন, তাহলে তাঁর প্রাণহানি হতে পারে, অন্যদিকে তারা গ্রামের মহিলা দেরও নানা হুমকি দিতে থাকে। 'মহিলামণ্ডল' দল এর সদস্যরা বলেছিলেন,এই গ্রামের মহিলারা তাদের নিজেদের পরিবারের পুরুষদের দ্বারা কি পরিমাণে অত্যাচারিত হয়েছিল।[৬]

ওপরের এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে- কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসী নারীরা আন্দোলনে যোগ না দিলে প্রায় কোন আন্দোলনই গণ আন্দোলন হয়ে উঠতে পারে না। বর্তমান পৃথিবীতেও, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যে গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাতে নিম্নবর্গের নারীদের ভুমিকাই থাকে মুখ্য। তারাই দলে দলে মিছিলে যোগ দেন আর মাঠ ভর্তি করে বিশাল জনসভায় বড়ো বড়ো নেতাদের বক্তৃতা দেবার সুযোগ করে দেন। বিনিময়ে পান না প্রায় কিছুই।

তথ্যসূত্র

১। কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, *নারী, শ্রেণী ও বর্ণ* ,মিত্রম,২০০৯,পৃঃ ১৫০-১৫১।

২। Peter Custers, *Women in the Tebhaga Uprising 1946-47*, Naya Prakash, Calcutta, pp. 131-134.

৩। Peter Custers, 'Women's role in Tebhaga Movement' *Economic and Political Weekly*, Vol.21, No.43(Oct25,1986),pp. WS97- WS104.

৪। Peter Custers, *Women in the Tebhaga Uprising 1946-47*, Naya Prakash, Calcutta ,pp.182-186.

৫। Shobhita Jain,'Women and People's Ecological Movement: A Case Study of Women's Role in the Chipko Movement in Uttar Pradesh' *Economic and Political Weekly*, Vol.19, No.41(Oct13,1984),pp. 1791-1792.

৬। Shobhita Jain, 'Women and People's Ecological Movement: A Case Study of Women's Role in the Chipko Movement in Uttar Pradesh' Economic and Political Weekly, Vol.19, No.41(Oct13,1984),pp. 1793-94.